OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 116
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 928 - 934
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 928 - 934
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

বৈষম্যের কাঠামোগত ভিত্তি : পিতৃতন্ত্রের একটি নারীবাদী পাঠ

জয়া কর্মকার
সহকারী অধ্যাপক, শিবপুর দীনবন্ধু ইন্সটিটিউশন (কলেজ)
Email ID: jayakarmakar.sdbic@gmail.com

Received Date *30. 03. 2026*
Selection Date *07. 04. 2026*

Keyword
Gender, Sex, Patriarchy, Inequality, Feminism.

Abstract
This paper explores feminism as a critical framework that identifies and challenges gender-based inequality. It argues that patriarchy serves as the foundational structure through which such inequalities are produced and sustained across social, familial, economic, and cultural spheres. The discussion begins by examining the concept of patriarchy, its mechanisms, manifestations, and historical roots in order to establish a necessary groundwork for understanding feminist thought. By analysing how patriarchal systems operate and perpetuate dominance, the paper highlights the importance of recognizing these structures as a prerequisite to engaging with feminist theory. Ultimately, the study demonstrates that feminism emerges as both a theoretical and political response, shaped through the critical interrogation and resistance of patriarchal power.

Discussion

নারীবাদ নিঃসন্দেহে একটি নৈতিক আলোচনার বিষয়বস্তু, যেখানে নারী-পুরুষ উভয়েই অংশগ্রহন করতে পারে। আজকের এই ব্যস্ততম দুনিয়ায় নারীবাদের মত একটি মতাদর্শের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা যায় না। শুরুর দিকে 'নারীবাদী' শব্দটির ব্যবহার প্রচলিত ছিল না বললেই চলে। নারীবাদ বলতে 'নারীবাদী আন্দোলন'ই বোঝা হত। 'féminisme' শব্দটি প্রথম প্রকাশ্যে আসে ফ্রান্সে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে। সমাজতাত্ত্বিক চার্লস ফুরিয়ের হাত ধরেই শব্দটির উত্থান। তবে এই বিষয়েও মতানৈক্য বর্তমান। অনেক ইতিহাসবিদ বলেন, ফুরিয়ে শব্দটির প্রাথমিক বা তাত্ত্বিক ব্যবহারকারী। আবার কেউ কেউ বলেন অক্লেয়ার এই শব্দটিকে রাজনৈতিক ও আন্দোলনমূলক অর্থে প্রথম ব্যবহার করেন। 'feminisme' - এই ফরাসী শব্দ থেকে উৎপত্তি হয় এই 'feminism' এর। ১৮৯০ এর দশকে ইংরেজী ভাষায় এই শব্দটির ব্যবহার নজরে আসে।

আমরা জানি মূল স্রোতের দর্শন বেশ জোরগলায় দাবি করে, যে পুরুষ বেশি যুক্তিবাদী। গণিত, বিজ্ঞান, যুক্তিবিদ্যায় সে তার সহজ স্বাভাবিক বুদ্ধির ছাপ রাখে। আর নারী অনেক বেশি সংবেদনশীল, তার ভান্ডার

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 116
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 928 - 934
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

আবেগ দ্বারা পরিপূর্ণ। সে ভালোবাসে গান গাইতে, ছবি আঁকতে। সাহিত্যের জগতে সে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে। তাই বলা হয় যে কর্তৃত্ব ফলাতে গর্বিত বোধ করে পুরুষ। অন্যদিকে নারী পছন্দ করে কোন কর্তার অধীনের নিরাপদ আশ্রয়। এককথায় পুরুষের গুণ আর নারীর গুণগুলিকে যদি একটি তালিকার মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়, তাহলে দেখা যাবে পুরুষের গুণগুলি নারীর গুণের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, একই অন্যের বিপরীত। নারী এক্ষেত্রে পুরুষের কাছে OTHER বা SECOND SEX এর ভূমিকা পালন করে। পুরুষের গুণগুলি কিন্তু নির্বাচিত হয় নারীর গুণের প্রেক্ষিত থেকেই। পুরুষ হল তিনি, যিনি নারী নন। অ্যারিস্টটলের মতো প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্বও নারীর প্রতি নিক্ষেপ করেছেন এই ধরনের মানসিকতাই। পলিটিক্স গ্রন্থে তিনি বলছেন, -

> "The male is by nature superior, and the female inferior; and the one rules, and the other is ruled."[১]

তিনি মনে করতেন জৈব দুর্বলতা নারীর সামর্থ্য ও যুক্তিবোধকে ক্ষতিগ্রস্ত করে চলে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নারী কোন সিদ্ধান্ত নেবার অনুপযুক্ত। পুরুষ উৎকৃষ্ট ও নারী নিকৃষ্ট বলেই জন্মসূত্রে পুরুষ শাসক আর নারী শাসিত। তিনি বলছেন পুরুষের সাহস প্রকাশিত হয় আদেশ করার মাধ্যমে, নারীর ক্ষেত্রে তার প্রকাশ হল আজ্ঞা পালনে। নারী যেন এক 'অসম্পূর্ণ পুরুষ'।

> "The female is, as it were, a mutilated male."[২]

নারী সম্পর্কে এরূপ বিদ্বেষ প্রকাশ করেছেন অনেক প্রথিতযশা ব্যক্তিত্ব। দার্শনিক কথা মনোবিদ ফ্রয়েড এর কাছে নারী তো নিকৃষ্টই। নারী সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি বলছেন নারীর শরীরের গঠনই তার ভবিতব্য, (Anatomy is destiny) ফ্রয়েড এর কাছে নারী হল পুরুষাঙ্গহীন অসম্পূর্ণ মানুষ; তার সমস্ত মনস্তাত্ত্বিক কাঠামোর কেন্দ্রে রয়েছে এই অপূর্ণতাকে অতিক্রম করার প্রয়াস। জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট এর নারী বিষয়ক চিন্তাধারাও উল্লিখিত মতবাদের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। খুব সুন্দরভাবে তিনি বলেছেন, নারীদেরও বুদ্ধি আছে, কিন্তু তা সৌন্দর্যনির্ভর –পুরুষের মত যুক্তিনির্ভর নয়।

> "The fair sex has just as much understanding as the male, but it is a beautiful understanding."[৩]

এই রকম প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিবর্গের মানসিকতায় নারী সম্পর্কিত যে ধারণা লালিত-পালিত তাকে নারী বিদ্বেষ বা misogyny হিসেবে দেখা যেতে পারে। এই ধরনের চিন্তাধারা সমাজে নারীদের প্রান্তিক অবস্থানে ঠেলে দেয় এবং তাদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। ফলে নারীকে দীর্ঘদিন ধরে গৃহকেন্দ্রিক এবং নির্ভরশীল সত্তা হিসেবে দেখা হয়েছে। এই বৈষম্যমূলক অবস্থার বিরুদ্ধেই নারীবাদ (feminism) একটি শক্তিশালী বৌদ্ধিক ও সামাজিক আন্দোলন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। নারীবাদ নারীর সমানাধিকার, স্বাধীনতা এবং মর্যাদার দাবি উত্থাপন করে এবং সমাজে প্রচলিত misogynistic মানসিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। নারীবাদী দার্শনিকগণ মনে করেন তিন ধরনের নারীবিদ্বেষ বা misoginy আছে বা হয়। আরও সহজ কথায় বলা যায়, সমাজে লিঙ্গ বৈষম্যের তিনটি স্তর আছে। প্রথম ধরনের নারী বিদ্বেষ হল যৌনবাদ যাকে ইংরেজিতে বলা হয় Sexism। এই ধরনের নারীবিদ্বেষকে বোঝা খুব একটা কঠিন নয়। খুব সাধারনভাবে বলা যায় misogyny হল মানসিকতা আর Sexism হল তার বাস্তবিক প্রয়োগ। কারণ ব্যক্তির বাহ্য আচরণের মাধ্যমে এই ধরনের নারীবিদ্বেষ প্রকাশিত হয়। পুরুষের বাহ্য আচরণের মধ্যে নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ, অত্যাচার, ভীতি প্রদর্শন এগুলি বেরিয়ে আসে। অর্থাৎ যে তত্ত্বে নারীকে পুরুষের থেকে নিকৃষ্ট বলে মনে করা হয় এবং ব্যক্তির আচরণে, কথায়, বা ব্যবহারে তা প্রকাশ পায় সেই মতবাদই যৌনবাদ বা যৌনবিদ্বেষবাদ। এই তত্ত্বের প্রয়োগ দেখা যায় প্লেটো, অ্যারিস্টটল, সেন্ট অগেস্টাইন, কান্ট, হেগেল প্রমূখ দার্শনিকদের রচনায়। রুশোর মত একজন সাম্য ও স্বাধীনতার পরাকাষ্ঠার মুখেও ধ্বনিত হয় মেয়েদের শিল্পবোধ বলে কিছু নেই, প্রতিভা বলে কিছু নেই। sexism বিভিন্ন ধরণের হতে পারে। Individual Sexism বা ব্যক্তিগত যৌনবিদ্বেষ প্রকাশিত হয় তখন, যখন একজন ব্যক্তি নারী সম্পর্কে বিরূপ ধারণা পোষণ করেন। যেমন - 'মেয়েরা গণিতে দুর্বল' এরকম মনোভাব। আবার Institutional

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 116
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 928 - 934
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Sexism বা প্রাতিষ্ঠানিক যৌনবিদ্বেষবাদ ধরা দেয় সমাজ বা প্রতিষ্ঠানের নিয়মে বৈষম্যের মাধ্যমে। যেমন, একই কাজের জন্য একজন নারীর পুরুষের তুলনায় কম পারিশ্রমিক পাওয়ার অভিজ্ঞতাকে যৌনবিদ্বেষবাদ এর এই বিভাগে ফেলা যেতে পারে। আরেক ধরণের যৌনবিদ্বেষবাদ হল সাংস্কৃতিক বা Cultural Sexism। বিজ্ঞাপনে, মিডিয়ায়, নারীকে পণ্য বা শুধুই সৌন্দর্যের বস্তু হিসেবে প্রদর্শনের মারফৎ বেরিয়ে আসে যৌনবিদ্বেষবাদ এর এই ধরণ।

পিতৃতন্ত্রের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয় নারী বিদ্বেষের দ্বিতীয় ধরণ। এটিকে নারীবিদ্বেষের বা লিঙ্গ বৈষম্যের প্রাতিষ্ঠানিক স্তর হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। এটি এমন এক সমাজ ব্যবস্থা যেখানে 'সবার উপরে পুরুষ সত্য তাহার উপরে নাই'। পুরুষকে প্রাধান্য দেবার লক্ষ্য নিয়ে পিতৃতন্ত্র গড়ে ওঠে। যৌনবাদের থেকে অনেক ভয়ানক হল নারীবিদ্বেষের এই রূপ। যৌনবাদকে সহজে শনাক্ত করা যায়, কিন্তু পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সহজে শনাক্ত করা যায় না। কারণ পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নারী ও অংশগ্রহণ করে।

Patriarchy শব্দটি মূলত দুটি গ্রিক শব্দের যুগ্ম প্রয়োগে উৎপন্ন। প্রথমটি হল Patria যার অর্থ হল বংশ বা পরিবার বা পিতৃভূমি আর অন্যটি হল Arkhe যার অর্থ আধিপত্য বা কর্তৃত্ব বা সার্বভৌমত্ব। সুতরাং ইতিহাস বলে যে, উৎপত্তিগতভাবে Patriarchy বা পিতৃতন্ত্র শব্দটির অর্থ হল পুরুষ অধীনস্থ পরিবার। কিন্তু কালের প্রবাহে এই শব্দটি এখন নির্দেশ করে পুরুষের আধিপত্যকেই। পিতৃতন্ত্র হল একটি সামাজিক কাঠামো, একটি নির্মিত ব্যবস্থা। যে ব্যবস্থা সর্বদাই পুরুষকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বসায়, তা যে কোন ক্ষেত্রেই সামাজিক – রাজনৈতিক - অর্থনৈতিক – সাংস্কৃতিক - পারিবারিক কোনো স্থানই এর থেকে মুক্ত নয়। পিতৃতন্ত্রের পরতে পরতে আছে নারীর অধীনস্থতার কাহিনী। নারী যেসব ক্ষেত্রেই পুরুষের নিম্নস্তরীয় তা সমাজের সকলের কাছে অর্থাৎ নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের চিন্তায়-চেতনায় সেই বীজ বপন করা হল এই তন্ত্রের প্রধান লক্ষ্য। তাই পুরুষতন্ত্রের মতো একটি ব্যবস্থার সূচনা হয় কিন্তু এর শেষ কোথায় – এ প্রশ্নের উত্তর অজানা থাকে যুগের পর যুগ ধরে। Mitchell এর মত একজন মনস্তত্ত্ববিদ পিতৃতন্ত্রকে দেখেন একটা অদৃশ্য 'ক্ষমতা' হিসেবে। আর নারীদের মনস্তত্ত্বে যে আজন্ম হীনমন্যতা বিরাজ করে তার জন্য তিনি দায়ী করেছেন এই ক্ষমতাকেই। পিতৃতন্ত্রের মোড়কে সেই ক্ষমতার লালন করা হয় বুদ্ধিমত্তার সাথে। তিনি বলছেন, -

> "Women's oppression can be located in four key structures: production, reproduction, sexuality, and the socialization of children."[৪]

পুরো সমাজ ব্যবস্থার মধ্যেই নিহিত নারীর অবদমনের প্রক্রিয়া। সিলভিয়া ওয়ালবির গ্রন্থ 'Theorising Patriarchy' আমাদের সচেতন করায় যে, বায়োলজিক্যাল ডিটারমিনিজম বা জৈব নির্ধারণবাদকে প্রত্যাখ্যান করা অত্যন্ত জরুরি। জৈবনির্ধারণবাদের মূল কথা হল নারী ও পুরুষের মধ্যে ভিন্নতা আছে, আর তা প্রাকৃতিক কারণেই নির্ধারিত। সেই হেতু সমাজে তাদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন দায়িত্ব রয়েছে। ওয়ালবি মনে করেন, পিতৃতন্ত্র ব্যবস্থায় যে ধারণা নিহিত তা হল এককথায় নারী, পুরুষের অধীনস্থ।

পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার কয়েকটি মূল স্তম্ভ আছে সেগুলি হল পরিবার, ধর্ম, গণমাধ্যম, আইন প্রভৃতি। তন্ত্রের সব থেকে মজার বিষয় হল এই ব্যবস্থাটিকে খুব স্বাভাবিক ব্যাপার বলেই মনে হয়। সমাজতাত্ত্বিকগণ দাবি করেন যে পিতৃতন্ত্রের প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল হাম্মুরাবি কোড। হাম্মুরাবি কোড হল ব্যাবিলনের প্রথম রাজবংশের ষষ্ঠ রাজা প্রণীত আইনি পাঠ্য যা 'অক্কাদিয়ান' নামক ব্যাবিলনীয় উপভাষায় খোদাই করা হয়। হাম্মুরাবি কোডে নারীদেরকে পুরুষদের সম্পত্তি হিসেবেই বিবেচনা করা হয়। নারীদেহের সাথে কি করণীয় সেই সিদ্ধান্ত নারীর মালিক বা প্রভু পুরুষই নেবে। যদিও একথাও বলা হয়েছে যে পুরুষ আসলেই তার পবিত্র সম্পত্তি রক্ষা করে চলবে। আমরা এ বিষয়ে অবগত যে শাস্তি সম্পর্কে যে প্রতিশোধাত্মক মতবাদটি আছে সেটি হল চোখের বদলে চোখ দাঁতের বদলে দাঁত। এটি কিন্তু হামুরাবি কোডের একটি অংশ। এই শাস্তি নারী পুরুষের ক্ষেত্রে কিন্তু বিভাজনের সুবিধা করে দিয়েছে। অর্থাৎ নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলের ক্ষেত্রে কিন্তু এই আইন প্রযোজ্য নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একজন বিবাহিত পুরুষ ব্যভিচারে লিপ্ত হলে এবং তা প্রমাণিত হলে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে কিন্তু তা সামান্য। কিন্তু এই ঘটনা যদি একজন বিবাহিত নারী ঘটাতেন তাহলে সেই নারীকে এবং তার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত পুরুষ সঙ্গীকে একসাথে বেঁধে নদীতে ফেলে দেওয়ার আইন বলবৎ ছিল। আবার হাম্মুরাবিতে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 116
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 928 - 934
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

একথাও আছে যে, একজন স্বামী ইচ্ছা করলেই তার স্ত্রীকে পরিত্যাগ করতে পারেন। অর্থাৎ বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য পুরুষের ইচ্ছাই যথেষ্ট। নারীর সেক্ষেত্রে কিছু বলার আছে কিনা তা অত্যন্ত গৌণ। আমাদের মনে রাখতে হবে যে প্রকৃতপক্ষে হাম্মুরাবি কোড মানব সভ্যতার বিকাশে প্রাচীনতম লিখিত দলিল হিসেবে প্রতিনিধিত্ব করে।

স্বাভাবিকভাবেই বিবাহ বিষয়ে এই দলিলে বিভিন্ন নিয়মের কথাও লিপিবদ্ধ আছে। নারীকে পুরুষ তার সম্পত্তি হিসেবে দেখলেও বিবাহ নামক চুক্তির মাধ্যমে সেই সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যৌতুক নেওয়ার প্রচলন ছিল। নারীর পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার ছিল তার পিতা বা ভাইয়ের। কণের দাম নির্ধারিত হওয়া ছিল বিবাহ চুক্তির একটি অন্যতম বিষয়। একজন স্ত্রীর স্বামী মারা গেলে তার সম্পত্তির অংশ হস্তান্তরিত হত পুত্রের হাতে। আবার যদি কোন স্ত্রী সন্তান উৎপাদনে ব্যর্থ হয় তাহলে সেক্ষেত্রে স্বামী তার যৌতুক এবং ক্রয় মূল্যের সমপরিমাণ অর্থ ফেরত দিয়ে তাকে ত্যাগ বা তালাক পর্যন্ত দিতে পারতেন।

হাম্মুরাবি কোডে নিঃসন্তানতা বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে দেখা হয়েছে। সেখানেও পিতৃতন্ত্রের ঠুলি পরা চোখেই বিষয়টির মানদন্ড নিরূপিত হয়েছে বলেই আমার ধারণা। একজন স্ত্রী সন্তান প্রজননে অক্ষম হলে সে তার স্বামীকে একজন দাসী প্রদান করতে পারে। সেই দাসী যদি সন্তানের জন্ম দেয় তবে সেই সন্তান উক্ত স্ত্রীর সন্তান হিসেবেই গণ্য হবে। যদি সেই দাসী স্ত্রীর সমান আচরণ করতে থাকে সেক্ষেত্রে তাকে ক্রীতদাসী হিসাবে কঠোরতম শাস্তি প্রদান করার বিধি আছে। আর যদি স্ত্রী বা দাসী উভয়েই সন্তান উৎপাদনে অক্ষম হয় তবে স্বামী দ্বিতীয় বিবাহ করতে পারতেন। আবার স্ত্রী দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকলেও স্বামী পুনর্বিবাহ করতে পারতেন। তবে তার প্রথম স্ত্রী যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন তাকে সেই সম্মান প্রদান করতে হবে। আর স্ত্রী যদি চান সে তার সমস্ত যৌতুক নিয়ে পিতার গৃহে ফিরে যেতে পারেন। সে ক্ষেত্রে সেই যৌতুকের অধিকারী হবে পিতা বা তার ভ্রাতা। অতএব একটা কথা স্পষ্ট যে Code of Hammurabi কিন্তু কেবলমাত্র একটি আইন সংহিতা নয়, বরং প্রাচীন সমাজে নারীর অবস্থান ও পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতা কায়েম রাখার একটি জ্বলন্ত নিদর্শন।

সুতরাং দ্যাখা যাচ্ছে ব্যাবিলনের ষষ্ঠ রাজা হাম্মুরাবি কোডের মাধ্যমে বা প্রকারান্তরে সার্বজনীন আইন প্রণয়নের মাধ্যমে পিতৃতন্ত্র বা পুরুষতন্ত্রকেই জোরালো করলেন। পিতৃতন্ত্র কিন্তু শুধুমাত্র নারী ও পুরুষের মধ্যবর্তী ক্ষমতার সামাজিক সম্পর্কের নাম নয়। এই সম্পর্ক চলতে পারে নারী ও পুরুষ, নারী ও নারী, এবং পুরুষ ও পুরুষের মধ্যেও। প্রকৃতপক্ষে পিতৃতন্ত্র হলো একধরনের বিশেষ অধিকার ও ক্ষমতার স্থিতাবস্থা বজায় রাখার জন্য নির্মিত একটি কাঠামো। পিতৃতন্ত্রের উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায় যাই বলি না কেন তা হল ক্ষমতার একাধিপত্ব বিস্তার। সমাজের প্রতিটি স্তরে, প্রতিটি শ্রেণীতে, প্রতিটি লিঙ্গে —সর্বত্র এই বিষয়টিকে রন্ধ্রে রন্ধ্রে গেঁথে দেওয়া হল এই ব্যবস্থা বা তন্ত্রের প্রধান এজেন্ডা।

মানব বিবর্তনের ইতিহাসের দিকে যদি নজর দেওয়া যায় তাহলে দেখব সেখানে বেশিরভাগ প্রাগৈতিহাসিক সমাজ তুলনামূলকভাবে ছিল সমতাবাদী। গেরডা লার্নার মনে করছেন কোন একক ঘটনা থেকে কিন্তু পিতৃতন্ত্রের উদ্ভব হয়নি। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অংশের সমাজ ব্যবস্থা হিসেবে পিতৃতন্ত্রের উদ্ভবের প্রমাণ মেলে। কেউ কেউ প্রায় ৬ হাজার বছর আগে আনুমানিক চার হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দে সামাজিক ও প্রযুক্তিগত ঘটনাকে দায়ী করেছেন পিতৃতন্ত্রের পত্তনের পশ্চাতে। আবার এরকমও মত প্রচলন আছে যে প্রায় দুই মিলিয়ন বছর আগে আফ্রিকাতে সম্পদের অভাবের সময়ে একটি সামাজিক বিবর্তনের মাধ্যমে পিতৃতন্ত্রের সূচনা হয়। সিলভিয়া ওয়ালবি তার বিখ্যাত গ্রন্থ থিওরাইজিং প্যাট্রিয়ারকি তে পিতৃতন্ত্রকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কতকগুলি বিষয়কে তুলে ধরেছেন। সমাজই পিতৃতন্ত্রকে লালন করে চর্চা করে বা জিইয়ে রাখে বলা যায়। প্রতিনিয়ত অনুশীলনের মাধ্যমে পিতৃতন্ত্র শক্তিশালী হয়, তার প্রাধান্য অটুট থাকে। ওয়ালবি মনে করছেন পিতৃতন্ত্র সমাজের একাধিক কাঠামোর মধ্যে কাজ করে। আমরা সকলেই জানি সমাজের ক্ষুদ্রতম একক হল পরিবার। আর এই পরিবার গঠিত হয় স্বামী ও স্ত্রী যৌথ পারস্পরিক সহাবস্থানের নিরিখে। পিতৃতন্ত্রের সবচেয়ে সুযোগ্য উৎপত্তিস্থল হল এই পরিবার। যেখানে আমরা পাই নারীর অবৈতনিক শ্রমের বিষয়টি। বিনা পারিশ্রমিকে নারীর শ্রম খুব বুদ্ধিমত্তার সাথে ব্যবহার করা হয়। এছাড়া শ্রম বাজারে পেশার বৈষম্যমূলক বরাদ্দের উদাহরণও আছে ভুরিভুরি। একথা অনস্বীকার্য যে পুরুষতন্ত্রের প্রকৃতি কিন্তু সর্বত্র একই রকম ভাবে প্রকাশিত হয় না। বিভিন্ন সমাজ তথা বিভিন্ন সময়কালে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 116
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 928 - 934
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

পুরুষতন্ত্র বা পিতৃতন্ত্রের মধ্যে ভিন্নতা নজরে আসে। তথাপি মিল একটাই যে ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের ধারক ও বাহক হবে পুরুষ। প্রখ্যাত নারীবাদী লেখিকা, কমলা ভাসিন তার নিজের ভাষায় সিলভিয়া ওয়ালবির বক্তব্যকে তুলে ধরেছেন এইভাবে, — আপাতদৃষ্টিতে ব্যক্তিবাদী ও বিচিত্ররূপ থাকা সত্ত্বেও, পুরুষালি সহিংসতা এক ধরনের কাঠামো তৈরি করে। এটি একধরনের আচরণে পরিণত হয়, যে আচরণ নারীদের সঙ্গে পুরুষরা নিয়মিতই করে থাকে। হাতেগোনা কিছু ব্যতিক্রম বাদে নারীদের প্রতি এধরনের সহিংস আচরণে রাষ্ট্রও হস্তক্ষেপ বা বাধা প্রদান করতে চায় না, যার ফলে পুরুষদের এই সহিংসতা পদ্ধতিগতভাবে ক্ষমাযোগ্য, বৈধ ব্যাপার হয়ে ওঠে।

সাধারণত এমনটাই বিশ্বাস করা হয় যে পুরুষ এর জন্মই হয় আধিপত্য বিস্তারের জন্য। আর আধিপত্য বিস্তার করার জন্য পূর্বস্বীকৃত বিষয়টি হল অধীনস্থ শ্রেণীর উপস্থিতি। স্বভাবতই বলা যায় যে নারী হল সেই অধীনস্থ শ্রেণী। পিতৃতন্ত্রের উৎস বা সূচনা হয় এমন মানসিকতার ইন্ধনেই। তারা মনে করেন প্রকৃতির একরূপতানীতির মতোই এই পিতৃতন্ত্রের কোন পরিবর্তন হবে না। যদিও বলা বাহুল্য যে প্রাকৃতিক নিয়ম মনুষ্যসৃষ্ট নয়, কিন্তু পিতৃতন্ত্র মনুষ্য বা প্রকারান্তরে পুরুষ-সৃষ্ট। এ প্রশ্ন উত্থাপন করতে কোন দ্বিধা নেই যে মনুষ্যসৃষ্ট একটি তত্ত্ব বা ধারণা কিন্তু পরিবর্তনযোগ্য। প্রবাদপ্রতিম দার্শনিক তথা চিন্তাবিদ অ্যারিস্টটল এর নজরে পুরুষ সক্রিয় নারী বা মহিলা হল নিষ্ক্রিয় (passive)। তার কাছে মহিলা হল 'বিকৃত পুরুষ', যার আত্মা নেই। তিনি এমন ধারণাই লালন করতেন যে নারীর জৈবিক হীনমন্যতা তাকে তার ক্ষমতা, তার যুক্তি করার ক্ষমতা এবং তাই তার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাকে নিকৃষ্ট করে তোলে। কারণ পুরুষ উচ্চতর এবং নারী নিকৃষ্ট। শাসন করার জন্যই পুরুষ আর শাসিত হওয়ার জন্যই নারী। তিনি বলছেন, -

"The courage of man is shown in commanding; that of a woman in obeying."[৫]

মনোবিদ ফ্রয়েড মানুষ বলতে পুরুষই বোঝেন। প্রকৃতপক্ষে পুরুষ এবং নারীর মধ্যে জৈবিক পার্থক্য বর্তমান তবে এই পার্থক্য যৌন শ্রেণীবিন্যাসের ভিত্তি হতে পারেনা, এবং পুরুষকে প্রভাবশালী বলে বিবেচনা করা যায় না। যদিও পিতৃতন্ত্রের উৎপত্তির কোন একক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না যা সর্বজনগ্রাহ্য। ফ্রেডেরিক এঙ্গেলস এর বিখ্যাত গ্রন্থ "The Origins of the Family, Private Property and the State" গ্রন্থে বলছেন, ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিকাশের হাত ধরে শুরু হয়েছিল নারীর অধীনতা। এই ধারণা পরবর্তীকালে খণ্ডিত হয় এবং স্বীকৃতি পায় যে এমন কোন ঐতিহাসিক বা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি প্রদান করা যায় না যেখানে দাবি করা যায় যে পুরুষ স্বভাবতই উচ্চস্তরীয় আর নারী নিম্নস্তরীয়। পুরুষ এবং নারী জৈবিক দিক থেকে একে অপরের থেকে পৃথক একথা অস্বীকার করা বোকামির সমতুল্য। কিন্তু পুরুষের শাসন করার প্রবণতা বা স্বভাব কখনোই সীলমোহর পেতে পারে না শুধুমাত্র এই জৈবিক পার্থক্যের নিরিখে। 1884 সালে ফ্রেডেরিক অ্যাঙ্গেলস Family বইতে একটি মত ব্যক্ত করেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে নারীর অধীনতার সূত্রপাত আর ব্যক্তিগত সম্পত্তি সংরক্ষণ একে অপরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শ্রেণীবিভাজন এবং নারীর অধীনতা উভয়েরই একটি ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে। সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উত্থানের সাথে সাথেই সেই সম্পত্তি নিজের অধীনে রাখার প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। আর তার হাত ধরে ক্ষমতার বলে বলিয়ান হতে চাওয়ার অদম্য তাগিদ অনুভব করে পুরুষ জাতি। সম্পত্তির হাত বদল হয় উত্তরাধিকার সূত্রে অর্থাৎ এক পুরুষ থেকে আরেক পুরুষের কাছে যায় মাত্র। খুব সুন্দরভাবেই মাতৃ অধিকার উচ্ছেদ করা হয়। পিতার অধিকার কায়েম রাখার জন্যই নারীদের গৃহে আবদ্ধ করার প্রয়োজন পড়ে। অর্থাৎ সুকৌশলেই নারী গৃহপালিত প্রাণীর তকমা পায়। শুধু তাই নয় তাদের যৌনতা নিয়ন্ত্রিত হতো পুরুষের দ্বারাই। এঙ্গেলস এর মতে এই সময়েই নারীদের জন্য নির্মিত হয় পিতৃতন্ত্র এবং একবিবাহ।

আরেক সমাজতাত্ত্বিক নারীবাদী Mies এর মতে বিভিন্ন নারীবাদী দার্শনিকদের মধ্যে আদর্শগত পার্থক্য যাই থাকুক না কেন একটি বিষয়ে তারা ঐক্যবদ্ধ যেখানে নারী ও পুরুষের মধ্যে শ্রেণীগত বিভাজনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে। যেখানে দাবি করা হয় যে এই বিভাজন জৈবিক নিয়তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। Mies মনে করেন পুরুষত্ব ও নারীত্ব জৈবিক প্রদত্ত নয় বরং একটি দীর্ঘ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতি। প্রতিটি ঐতিহাসিক যুগে পুরুষত্ব ও নারীত্ব ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সংজ্ঞায়িত হয়েছে। সেই সংজ্ঞার মানদন্ড হল সেই নির্দিষ্ট যুগে উৎপাদনের প্রধান পদ্ধতি। আমরা দেখেছি নারী ও পুরুষের মধ্যে জৈব পার্থক্য ভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করা হয় এবং মূল্যায়নও করা হয় ভিন্নভাবে। Mies এর মতে নারী হল

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 116
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 928 - 934
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

প্রথম উৎপাদক, সন্তান তথা জীবনের। তারাই সামাজিক উৎপাদনের প্রথম হাতিয়ার। কিন্তু প্রশ্ন হল যদি তারাই সামাজিক উৎপাদনের গোড়াপত্তন করে থাকে তাহলে কিভাবে নারী ও পুরুষের মধ্যবর্তী একটা সুনিপুণভাবে গঠিত শ্রেণীবদ্ধ ও শোষণমূলক সম্পর্ক স্থাপনে বাধা প্রদান করতে ব্যর্থ হয়েছে? এর উত্তর লুকিয়ে আছে সেই পুরুষের আধিপত্যবিস্তারবাদ নামক কাঠামো তৈরির মধ্যে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে পিতৃতন্ত্র কিন্তু কোন ঘটনা নয় বরং বলা ভালো এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া, যার উত্থান হাজার হাজার বছর আগে। পুরুষের আধিপত্য গড়ে ওঠার মূলে কতগুলি কারণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এসেছে। এই আধিপত্যের পশ্চাতে মুখ্য ভূমিকা আছে SEX এবং GENDER নামক দুটি বিষয়ের। SEX হল জৈবিক যা জন্মসূত্রে প্রাপ্ত। আর GENDER এ থাকে কৃত্রিমতা যা আরোপিত অর্থাৎ সমাজ দ্বারা আরোপিত। আর এর মাধ্যমেই নারীর প্রতি পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব বলবৎ হয়। অর্থাৎ নারীর প্রতি পুরুষের স্বাভাবিক শ্রেষ্ঠত্ব নির্মাণের প্রাকশর্ত রূপে কাজ করে প্রাকৃতিকভাবে গৃহীত পুরুষের শারীরিক ক্ষমতা যা বরাবরই নারীর থেকে উচ্চমানের বলে বিবেচিত হয়। এর পরের ধাপটা নির্মিত লিঙ্গের বা Constructed Gender এর হাত ধরে এগিয়ে চলে সমাজে। ফলে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব সম্পূর্ণভাবে বহাল থাকে পুরুষের উপর। আর তার ফলস্বরূপ নারীর বঞ্চনা শুরু হয় সমাজের সর্বস্তরে সর্বক্ষেত্রে।

আপাতদৃষ্টিতে আমাদের মনে হয় কোন ব্যক্তির যৌন পরিচয় বা লিঙ্গ পরিচয় একই। অর্থাৎ সেক্স আর জেন্ডার হল সমার্থক পদ। কিন্তু সিমন দ্য বোভয়া দেখান যে সেক্স আর জেন্ডার সমার্থক নয়। সাধারণত যৌনপরিচয় ব্যক্তির জৈবিক বৃত্তিকেই নির্দেশ করে। নারী ও পুরুষের জৈবিক বৈশিষ্ট্য তিনজাতীয় পরিচয় এ সূচিত হয়ে থাকে। এগুলি হল ক্রোমোজোমের গঠন, হরমোনের রসায়ন এবং দেহের গঠন। অন্যদিকে জেন্ডার আইডেন্টিটি বলতে কতগুলি সৃজিত ধর্মকে বোঝায়। অর্থাৎ এই ধর্মগুলি সমাজ দ্বারা প্রদত্ত। প্রতিটি সভ্য সমাজ নারী ও পুরুষের কাছে ভিন্ন ভিন্ন কতকগুলি আচরণ প্রত্যাশা করে। সমাজ বিবর্তনের সাথে সাথে এই গুণগুলি মেয়েলি গুণ ও পুরুষালি গুণ হিসাবে বিবেচিত হয়। সেই জন্য কোন পুরুষ হঠাৎ নারীর গুণগুলি অনুসরণ করলে সেই পুরুষের গায়ে মেয়েলি তকমা কেটে যায়, সমাজে তার পরিচয় হয় মেয়েলি পুরুষ হিসেবে। একথা অনস্বীকার্য যে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষ শাসক আর নারী শাসিতের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। তাহলে প্রশ্ন জাগে একদল নারী কিভাবে পুরুষের শেখানো বুলিয়া আওড়ায়? চিন্তাবিদ কমলা ভাসিন তার হোয়াট ইজ প্যাট্রিয়ারকি গ্রন্থে খুব সুন্দর ভাবে এই প্রশ্নের একটা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলছেন, আসলে শোষিতের একাংশের অংশগ্রহণ ও সমর্থন ছাড়া কোন অসম ব্যবস্থায়ী বহাল থাকতে পারে না এবং শোষিতদের কেউ কেউ সেই ব্যবস্থা থেকে কিছু সুবিধা ও আদায় করে নেয়। 'মেয়েরাই মেয়েদের শত্রু' এই কথাটির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বুঝি এই indoctrination এর মধ্যেই নিহিত আছে।

আমরা কিন্তু একথা বলতেই পারি যে পিতৃতন্ত্রের মাধ্যমে পুরুষ অর্থনৈতিক ও বস্তুগতভাবে উপকৃত হয়। সিলভিয়া ওয়ালবি বলছেন যে, নারীরা হল শ্রমিক শ্রেণী বা উৎপাদক শ্রেণী আর পুরুষ হল শোষক শ্রেণী। নারীর শ্রম শক্তি নিয়ন্ত্রিত হয় পুরুষের হাতে। এ প্রসঙ্গে একটি মজার বিষয় এর উত্থাপন করা যেতে পারে যে পিতৃতন্ত্রের ক্ষমতার চাবিকাঠি পুরুষের হাতে থাকলেও এ বিষয়টি অস্বীকার করা যায় না যে পুরুষতন্ত্রে অধীনে থাকা নারীরা একেবারেই ক্ষমতাহীন নয়। অনেক নারী ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণ করেছে রানী কিংবা প্রধানমন্ত্রী হওয়ার মাধ্যমে। তারা মাঝে মধ্যে ক্ষমতাকেও নিয়ন্ত্রণ করেছে, ছোট-বড় নানা ধরনের ফায়দাও লুটেছে। কিন্তু তাতে এই ব্যাপারটি মিথ্যে হয়ে যায় না যে এই ব্যবস্থাটি চলছে পুরুষদের কর্তৃত্বে। নারীদেরকে নিছকই অল্প কিছু জায়গা দেওয়া হয়েছে। একটি সমান্তরাল উদাহরণ হিসেবে বলা যায় পুঁজিবাদী সমাজের কথা, যেখানে শ্রমিকরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তারা মাঝে মধ্যে ব্যবস্থাপনা পর্যায়ে অংশগ্রহণ করে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে এই শ্রমিকদের হাতেই ক্ষমতার চাবিকাঠি রয়েছে। যেদিন সমাজে প্রতিটি নারী লিঙ্গ বৈষম্যের বাইরে এসে দাঁড়াতে সক্ষম হবে সেদিন পিতৃতন্ত্রের অবসান হবে, আর তার সাথেই সার্থক হবে নারীবাদী চিন্তাধারার।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 116
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 928 - 934
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Reference:

১. Aristotle, Politics, Translated by Benjamin Jowett, Dover Publications, 2000. 1254b13–14

২. Aristotle, Generation of Animals, Translated by A. L. Peck, Harvard University Press, 1943. P. 737a27

৩. Kant, Immanuel. Observations on the Feeling of the Beautiful and Sublime. Translated by John T. Goldthwait, University of California Press, 1960. P. 78

৪. Mitchell, Juliet. Woman's Estate. Penguin Books, 1971. P. 99

৫. Aristotle. Politics. Translated by Benjamin Jowett, Dover Publications, 2000. 1254b

Bibliography:

Aristotle. (1932). Politics (H. Rackham, Trans.). Harvard University Press.
Aristotle, Generation of Animals, trans. A. L. Peck (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1943), 737a27
Freud, S. (1933). New introductory lectures on psychoanalysis (W. J. H. Sprott, Trans.). W. W. Norton
Mitchell, Juliet. Woman's Estate. Penguin Books, 1971
Moitra Shefali. Feminist Thought: Androcentrism, Communication and Objectivity. New Delhi 110055: Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd, 2002
Kant, Observations on the Feeling of the Beautiful and Sublime (1764)
Engels, Friedrich. The Origin of the Family, Private Property and the State. International Publishers, 1942
Lerner, Gerda. The Creation of Patriarchy. Oxford University Press, 1986
Mies, Maria. Patriarchy and Accumulation on a World Scale: Women in the International Division of Labour. Zed Books, 1986
মৈত্র শেফালী, নৈতিকতা ও নারীবাদ, কলকাতা ১৪ : নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, নভেম্বর ২০০৩